পরকালের পাসপোর্ট

মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী

পরকালের পাসপোর্ট

freepdfboi.com

পরকালের পাসপোর্ট

Passport
to the day of Judgement

মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী
সংবাদ পাঠক
রেডিও জেদ্দা, সৌদি আরব

আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ❖ কাটাবন ❖ বাংলাবাজার

freepdfboi.com

পরকালের পাসপোর্ট

মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী

গ্রন্থ স্বত্ব : লেখক

ISBN : 978-984-8808-11-5

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন-৯৬৭০৬৮৬

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০০৯
দ্বাদশ প্রকাশ : এপ্রিল, ২০১৬

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দিন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
আহসান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১২০৫। ফোন : ৫৮৬১১৯৭৩

মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা মাত্র

Parakaler Passport (Passport–to the day of Judgement) Written by Md. Zillur Rahman Hashemi, Published by Ahsan Publication, Kataban Masjid Campus, Dhaka-1000,12th Print April 2016 Price Tk.40.00 only.

AP-65

freepdfboi.com

তোহ্‌ফা

মরহুমা আম্মার আত্মার

মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে–

freepdfboi.com

সূচি

ভূমিকা ॥ ৯
পাসপোর্ট ॥ ১৩
সফরের সম্বল ॥ ১৫
মৃত্যু ॥ ১৬
ইসরাফিলের শিংগায় ফুৎকার ॥ ২৫
কেয়ামতের ময়দান ॥ ২৯
আমলনামা ॥ ৩২
দাঁড়িপাল্লা ॥ ৩৪
পুলসিরাত ॥ ৩৭
জাহান্নাম ॥ ৪১
আলকাতরা এবং আগুনের পোশাক ॥ ৪২
সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ ॥ ৪৩
নতুন চামড়া বানানো হবে ॥ ৪৪
পানির জন্য আর্তনাদ ॥ ৪৫
মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালা হবে ॥ ৪৭
জাহান্নামীরা খানা চাইবে ॥ ৪৮

freepdfboi.com

আগুনের বাসস্থান ॥ ৫০
শাস্তি কমানোর আবেদন ॥ ৫০
জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইলে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত ॥ ৫১
জাহান্নামীদের সাথে আল্লাহ্ কথা বলবেন না ॥ ৫২
শয়তানকে দোষারোপ ॥ ৫৩
জাহান্নামীদের অনুশোচনা ॥ ৫৪
জাহান্নামের ৭টি দরজা ॥ ৫৬
জান্নাত ॥ ৬২
বেহেশতের ভিসা ॥ ৬৩
জান্নাতীদের স্বাগতম ॥ ৬৪
বেহেশতের পোশাক ॥ ৬৫
জান্নাতীদের বসার স্থান ॥ ৬৬
পবিত্র পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন ॥ ৬৭
খাবারের প্লেট স্বর্ণ ও রৌপ্যের হবে ॥ ৬৮
জান্নাতীদের ভোজন ॥ ৬৯
বিভিন্ন রকমের ফলফলাদি ॥ ৭০
বেহেশতীদের বাসস্থান ॥ ৭১
জান্নাতীরা আল্লাহকে দেখতে পাবেন ॥ ৭২
জান্নাতের দরজা আটটি ॥ ৭৪
জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবার উপায় ॥ ৭৮

freepdfboi.com

freepdfboi.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি তাঁর সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষকে জ্ঞান দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আর সৃষ্টির সেরা মহামানব মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি অসংখ্য সালাত ও সালাম, যাকে পৃথিবীর মানুষের জন্য শিক্ষক হিসেবে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। তাঁর মূল্যবান বাণী অনুসরণ করলে, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলা সহজ হয়। যুগ যুগ ধরে যারা ইসলামের কথা বলতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন, তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি।

সুপ্রিয় পাঠক, আমাদের সকলের চিন্তা করা উচিত এই পৃথিবীতে আসার আগে আমরা কোথায় ছিলাম? কোথায় আসলাম? আবার কোথায় যাব? আমাদের শেষ পরিণতি সুখের হবে, নাকি দুঃখ বেদনা দ্বারা ভরপুর হবে। সেই হিসাব আমরা দুনিয়ায় থাকাবস্থায় করতে পারি। আমরা এমন এক গন্তব্যের দিকে ছুটে চলছি, যেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, থাকার নির্দিষ্ট স্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া ও টাকা-পয়সার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ঐ সফরটি

freepdfboi.com

খুবই বিপদজনক। আমাদেরকে ঐ বিপদ থেকে কে বাঁচাবে? আপনার ভাল আমল এবং আল্লাহর করুণাই আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে। তাই, দুনিয়ার জীবন হচ্ছে আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র। পৃথিবীতে ভাল কাজের ফসল বুনলে পরকালের জীবনে এর কল্যাণ ভোগ করতে পারবেন। আল্লাহর জান্নাত লাভ করা সম্ভব হবে। আর যদি অসৎ কাজের ফসল দুনিয়ার জীবনে বপণ করেন, তাহলে পরকালে এর অকল্যাণ ভোগ করতে থাকবেন, তার স্থান হবে জাহান্নাম। জাহান্নামের বাসিন্দারা আগুনের মধ্যে অবস্থান করবে, তাদেরকে একের পর এক শাস্তি দেয়া হবে, তাদের কোনো মৃত্যু হবে না। আসুন, ঐ শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথ ও মতে, জীবনকে গঠন করতে চেষ্টা করি।

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল অফিস, জিদ্দায় চাকুরী করা অবস্থায় দেখলাম যে, প্রবাসে পাসপোর্টের মূল্য কেমন! পাসপোর্ট ছাড়া অন্য কোনো দেশে যাওয়া অসম্ভব। বিশেষ করে নিজের দেশে যেতে হলে পাসপোর্ট অথবা কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে ছাড়পত্র হলেই যাওয়া সম্ভব। পৃথিবীর সকল মানুষ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, এমন এক গন্তব্যের দিকে ছুটে যাচ্ছে, ঐ স্থানের পাসপোর্ট

freepdfboi.com

দুনিয়া থেকে সকলকেই নিতে হচ্ছে। কেউ মুসলিম হিসেবে পাসপোর্ট পায়, আবার কেউ অন্য ধর্মের অনুসারী হিসেবে পাসপোর্ট পায়। মৃত্যুর সময় পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হিসেবে পরকালের পাসপোর্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তখন ঐ পাসপোর্টটির মাধ্যমে, সে পরকালের সকল চেক পোষ্টের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। আর বেঈমান, কাফির, মুনাফিকরা আটকে যাবে। তাই দুনিয়ার জীবনে বেশি বেশি ভাল আমল করে 'জান্নাতের' ভিসাযুক্ত পাসপোর্ট বানাই। আর অসৎ কাজের বিনিময়ে 'জাহান্নামের ভিসাযুক্ত' পাসপোর্ট তৈরি হবে। এই বইতে জান্নাত ও জাহান্নামের ২টি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা যদি জাহান্নামের পথ পরিহার করে জান্নাতের পথ অনুসরণ করি, তাহলে আমার কষ্ট সার্থক হবে। তাছাড়া আপনাদের দৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে অবশ্যই জানাবেন। ত্রুটি সংশোধন করতে অবশ্যই চেষ্টা করব। আমীন।

মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী
করইবন (উত্তর পাড়া)
মিঞা বাজার, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা
৬ই জমাদিউস সানী-১৪৩০ হি:
৩১ মে, ২০০৯ খ্রি:

freepdfboi.com

freepdfboi.com

পাসপোর্ট

আপনাদের সকলের জানা রয়েছে কোনো মানুষ অন্য দেশে যেতে চাইলে প্রথমে পাসপোর্ট বানাতে হয়। আর পাসপোর্ট বানালেই অন্য দেশে যাওয়া যায় না। সেই জন্য তাতে ভিসা লাগাতে হবে। তাই যারা আল্লাহর জান্নাতে যেতে চায় তাদের একটি পাসপোর্ট থাকবে, সেই পাসপোর্টের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশের ভিসা থাকবে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা) থেকে পাসপোর্ট সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হচ্ছে :

وَعَنْ سَلْمَانَ اَلْفَارِسِيْ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ إِلاَّ بِجَوَازِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ هٰذَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٌ، اَدْخِلُوْهُ جَنَّةَ عَالِيَةَ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

freepdfboi.com

অর্থ : সালমান ফার্সী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, তবে তার পাসপোর্ট থাকতে হবে। যাতে "বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম" লেখা সম্বলিত ভিসা থাকবে। এই পাসপোর্টটি অমুকের পুত্র অমুকের জন্য। তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে প্রবেশ করাও, তাঁর জন্য ফলফলাদির গাছগুলো কাছেই ঝুঁকে থাকবে। (আহমদ)

আপনাদের আরো জানা রয়েছে প্রত্যেক পাসপোর্টে বাহকের নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, ধর্ম, জন্মস্থান, জন্ম তারিখ, পাসপোর্টের মেয়াদ, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা লেখা থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক পরকালের পাসপোর্টে এ সকল কিছু অনুরূপ লিপিবদ্ধ থাকবে। এর একটি নমুনা নিম্নে দেয়া হলো :

নাম : আবদুল্লাহ

পিতা : আদম (আ)

মাতা : হাওয়া (আ)

ধর্ম : ইসলাম

জন্মস্থান : আ'লমে আরওয়াহ

freepdfboi.com

জন্ম তারিখ : দুনিয়ার ভূমিষ্ঠের দিন
পাসপোর্টের মেয়াদ : অনন্তকাল
বর্তমান ঠিকানা : দুনিয়া
স্থায়ী ঠিকানা : জান্নাত

সফরের সম্বল

দুনিয়ার জীবনে আমরা দেখি, কোনো মানুষ ভিন্ন দেশে যাওয়ার পূর্বে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আগে ভাগেই যোগাড় করে একটি ব্যাগে সাজিয়ে রাখে। বিশেষ করে সে যে স্থানে থাকবে, ঐ স্থানের ঠিকানা, বাসার ফোন নম্বর, টাকা-পয়সা সাথে নিয়ে যায়। বিপদের সময় এগুলোর মাধ্যমে সে জীবন রক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু পৃথিবীর সকল মানুষ এমন একটি দেশে যেতে হবে, যে দেশের ইমিগ্রেশনে অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথে সে বলতে পারবে তার স্থানটি সুখময় নাকি দুঃখময়। প্রত্যেক স্থানে জান্নাতীদেরকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানানো হবে। অপরদিকে জাহান্নামীদের সামনে একটি বিপদের পরই আরেকটি বিপদ উপস্থিত হবে। জাহান্নামীরা তখন আফসোস করবে, কেন আমরা আল্লাহ ও রাসূলের পথ অনুসরণ

freepdfboi.com

করলাম না। তাদের ঐ আফসোস কোনো উপকারে আসবে না। তখন তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। তাই জীবন থাকতেই জীবনের মূল্য দেয়া উচিত এবং সকলকেই আল্লাহ ও রাসূলের পথে জীবন গড়ে জান্নাতের উপযোগী বাসিন্দা হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

মৃত্যু

মানুষ মরণশীল। ছোট-বড়, ধনী-গরীব সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। দিনের পর যেমন রাত আসে, আবার অন্ধকারের পর আলো আসে; তেমনি জীবনের পরে মৃত্যু আসবেই, এটিকে প্রতিরোধ করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মৃত্যু সম্পর্কে বলেন :

أَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ـ (النساء : ٧٨)

অর্থ : "তোমরা যেখানেই থাকো, মৃত্যু তোমাদেরকে পাবেই। যদি সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান করো, তবুও!" (সূরা আন নিসা : ৭৮)

একজন আরব কবি বলেছেন : মৃত্যু এমন এক

freepdfboi.com

শরবতের পেয়ালা, যা সবাইকে পান করতে হবে। আর কবর এমন একটি দরজা, যা দিয়ে সবাইকে প্রবেশ করতে হবে। মৃত্যুর সামনে সকল মানুষ অসহায়। কোনো শক্তি ও সম্পদের বিনিময়ে তাকে পেছানো যায় না। নির্দিষ্ট সময়েই তার মৃত্যু সংঘটিত হয়। এক সেকেন্ড আগে ও পরে আত্মা বের করা হয় না।

এখন আমরা মৃত্যু সম্পর্কে একটি হাদীস তুলে ধরছি। তাতে নেককার ও বদকার লোকের মৃত্যুর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বারা বিন আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলের সাথে এক আনসারী সাহাবীর জানাযার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমরা তাঁর কবর পর্যন্ত পৌছলাম। তখন পর্যন্ত তাঁকে কবরে শোয়ানো হয়নি। রাসূল (সা) বসলেন, আমরাও তাঁর সাথে বসলাম। যেমন আমাদের মাথার উপরে পাখি বসে আছে। রাসূল (সা)-এর হাতে একটি লাঠি ছিলো। তিনি লাঠির মাথা দিয়ে জমিনে আঘাত করেন। পরে তিনি উপরের দিকে মাথা তোলেন এবং বলেন, তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে পানাহ

freepdfboi.com

চাও, এ কথা তিনি ২/৩ বার বললেন, এরপর রাসূল (সা) ইরশাদ করেন :

কোনো মুমিন বান্দার যখন দুনিয়া ত্যাগ করে আখেরাতে পাড়ি জমানোর সময় উপস্থিত হয়, তখন আসমান থেকে সাদা চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতারা নিচে নেমে আসেন। তাদের চেহারা সূর্যের মতো আলোকজ্জ্বল। তাদের সাথে থাকে বেহেশতের কাফন ও আতর। তাঁরা তার চোখের সীমানায় এবং মৃত্যুর ফেরেশতা মাথার কাছে বসেন। তিনি বলেন : হে পবিত্র ও নেক আত্মা! তুমি আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে আসো। তখন আত্মা বেরিয়ে আসে যেমনি কলসির মুখ থেকে পানির ফোঁটা বেরিয়ে আসে। তখন ফেরেশতারা আত্মাকে ধরবেন, তাঁকে বেহেশতের আতরযুক্ত কাফনে রাখবেন, সেই কাফন থেকে পৃথিবীর সর্বোত্তম মেশকের সুঘ্রাণ বের হতে থাকবে। তারপর তারা তা নিয়ে উপরে যাবেন। তারা যখন কোনো ফেরেশতা দলের কাছ দিয়ে অতিক্রম করবেন, তখন ফেরেশতারা বলবে, এটি একটি উত্তম আত্মা। "বহনকারী ফেরেশতারা বলবেন" এটি অমুকের আত্মা। অর্থাৎ তারা দুনিয়ার তার নামের পরিচয় দেবেন। তারা দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত দরজা

freepdfboi.com

খুলে দিতে বলবেন। তখন গেইট খুলে দেয়া হবে। তারপর ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারা পরবর্তী আসমান পর্যন্ত তাকে বিদায় জানাবেন। সপ্তম আসমান পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে। এরপর আল্লাহ আদেশ দেবেন, "আমার বান্দার দফতর ইল্লিয়্যিনে লিখে রাখো;" আর ইল্লিয়্যিন হচ্ছে সপ্তম আসমানে মোমেনের আত্মা সংরক্ষণের স্থান।

তার আত্মাকে পুনরায় জমিনে তার দেহে ফেরৎ পাঠানো হয়। এরপর দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে কবরে বসাবেন, তাকে জিজ্ঞেস করবেন :

তোমার রব কে? আত্মা বলবে আমার রব আল্লাহ। তারপর জিজ্ঞেস করবেন, তোমার দ্বীন কি? আত্মা বলবে, আমার দ্বীন ইসলাম। ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবেন, তোমার কাছে প্রেরিত লোকটি কে? আত্মা বলবে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তারপর জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কিভাবে জানো? আত্মা বলবে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, এর উপর ঈমান এনেছি এবং তা বিশ্বাস করেছি।

এরপর আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী আওয়াজ দিয়ে বলবেন "আমার বান্দা ঠিক বলেছে" তার জন্য বেহেশতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং বেহেশতের

freepdfboi.com

একটি দরজা তাতে খুলে দাও। তখন সে বেহেশতের সুঘ্রাণ ও প্রশান্তি লাভ করবে। তার কবরকে নিজ চোখের দৃষ্টি সীমানা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। রাবী বলেন : "তার কাছে সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট একজন লোক আসবে" যার পরনে সুন্দর কাপড় ও শরীরে সুঘ্রাণ থাকবে। সে বলবে "তুমি সুখের সুসংবাদ গ্রহণ করো। এটি সেই দিন" যে দিন সম্পর্কে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। আত্মা প্রশ্ন করবে, তুমি কে? সুন্দর চেহারা নিয়ে কে আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছো। লোকটি উত্তর দেবে, আমি তোমার নেক আমল বা ভাল কাজ। তারপর আত্মা ফরিয়াদ করতে থাকবে, হে আমার রব! কেয়ামত কায়েম করো, কেয়ামত ঘটাও, যেন আমি আমার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদের কাছে যেতে পারি।

পক্ষান্তরে বান্দা যদি কাফির হয়, দুনিয়া ত্যাগ করে আখেরাতে পাড়ি জমানোর সময় উপস্থিত হয়, তখন তার কাছে কালো চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতারা নাযিল হয়। তারপর মৃত্যু ফেরেশতারা হাজির হয় এবং তার মাথার কাছে বসে আদেশ করে, হে হীন অপবিত্র আত্মা, আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গযবের দিকে বেরিয়ে আসো। তখন তার শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে থাকবে।

freepdfboi.com

ফেরেশতারা আত্মাকে শরীর থেকে এমনভাবে বের করবে, যেমনটি ভিজা পশম থেকে বাঁকা কাঁটা বিশিষ্ট লোহা টেনে বের করা হয়। আত্মা বের করার সাথে সাথে পশমের তৈরি কাপড়ে রাখে, তা থেকে জমিনের সবচাইতে নিকৃষ্ট দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে। যখন কোনো ফেরেশতার দলের পাশ দিয়ে উঠতে থাকে, তখন তারা প্রশ্ন করে, এ হীন ও অপবিত্র আত্মা কার? তখন ফেরেশতারা জবাবে বলে, সে অমুক ব্যক্তি। ফেরেশতারা আসমানের দরজা খুলতে বলবে, কিন্তু আসমানের গেইট খোলা হবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) পবিত্র কুরআনের সূরা আরাফের ৪০নং আয়াতটি পড়েন :

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَايَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ـ (الأعراف : ٤٠)

অর্থ : "তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না এবং না তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। সুঁই এর ছিদ্র দিয়ে উটের প্রবেশ যেমন অসম্ভব, তাদের বেহেশতে প্রবেশও সেরূপ অসম্ভব।"

freepdfboi.com

তারপর আল্লাহ বলবেন, তার দফতর সর্বনিম্ন জমিনের 'সিজ্জিনে' লিখে রাখো। তারপর তার আত্মাকে জোরে নিক্ষেপ করা হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) পবিত্র কুরআনের সূরা হজ্জের ৩১নং আয়াত পড়েন। তা হচ্ছে :

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ. (الحج : ٣١)

অর্থ : "যে আল্লাহর সাথে শিরক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ে যায়। এরপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় কিংবা বাতাস তাকে দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে।" (সূরা হজ্জ : ৩১)

পরে তার আত্মাকে দেহে ফেরৎ দেয়া হয় এবং দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে কবরে বসায় ও জিজ্ঞেস করে "তোমার রব কে? সে বলে হায়! হায়! আমি জানি না। তোমার দ্বীন কি? সে বলে হায়! হায়! আমি জানি না। প্রেরিত এ লোকটি কে? সে বলে হায়! হায়! আমি জানি না।

তারপর আকাশ থেকে একজন আওয়াজ দানকারী

freepdfboi.com

আওয়াজ দিয়ে বলবে, সে মিথ্যাবাদী। তার জন্য জাহান্নামের পোশাক বিছিয়ে দাও, জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও, যাতে তাপ ও বিষাক্ত হাওয়া আসতে পারে। তার জন্য কবর সংকীর্ণ হয়ে আসে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যেন একটি আরেকটির ভেতরে ঢুকে যায়।

এরপর তার কাছে বিশ্রী চেহারা ও পোশাক পরিহিত গন্ধযুক্ত একজন লোক এসে বলবে, তুমি ক্ষতি ও কষ্টকর জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ করো। আজকের এই দুঃখের দিন তোমার জন্য পূর্ব প্রতিশ্রুত। আত্মা জিজ্ঞেস করবে তুমি কে? তোমার বিশ্রী চেহারা মন্দ জিনিস নিয়ে আসবে। লোকটি বলবে, আমিই তোমার মন্দ ও নিকৃষ্ট কাজ। তারপর আত্মা বলবে : হে রব! কেয়ামত সংঘটিত করো না। (সহীহ আল-জামে, ১৬৭২নং হাদীস, আল্লামা মোহাম্মদ নাসের উদ্দিন আলবানী, বর্ণনায় সামান্য পার্থক্যসহকারে আহমদ, আবু দাউদ, হাকেম, ইবনে হাব্বাস ও আবু আ'ওয়ালা হাদীসটি নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)

এই হাদীসে জান্নাতী ও জাহান্নামী লোকের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একজন বিবেকসম্পন্ন মানুষ কিছুতেই

freepdfboi.com

মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীন হতে পারে না। মৃত্যুর জন্য সব সময় প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং পরকালের মর্মান্তিক শাস্তি থেকে বাঁচার লক্ষ্যে দুনিয়াতে ভাল আমল করে। কারণ পৃথিবীর সকল মানুষকে তিনটি প্রশ্নের মাধ্যমে নেককার এবং বদকার বাছাই করা হবে। যারা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক তার জীবন গঠন করেছে, সে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। আর যে আল্লাহ ও রাসূলের বিপরীত পথে জীবন অতিবাহিত করেছে, সে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। তখন কবর থেকে জাহান্নামের শাস্তি শুরু হবে। আর বিচারের পরেও অনন্তকাল শাস্তি চলতে থাকবে, তখন আর মৃত্যু হবে না। কবরের মধ্যে প্রশ্ন করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা ইব্রাহীমের ২৭নং আয়াতে বলেন :

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ـ

(ابراهيم : ٢٧)

freepdfboi.com

অর্থ : "আল্লাহ তা'আলা মুমিনের মজবুত বাক্য দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতে সুদৃঢ় করেন। আর আল্লাহ জালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।"

এ আয়াতটির তাফসীরে ইবনে কাসির, ইমাম সুয়ূতি, সকল সাহাবীর মত হচ্ছে : কলেমা বিশ্বাসী ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দৃঢ় থাকার শক্তি আল্লাহ দেন। আর কবরে সাওয়াল ও জবাবের সময় তাকে কৃতকার্য করেন। অপরদিকে, জালেম, কাফির ও মুশরিকদেরকে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার শক্তি দেন না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যা চান তা করেন।

ইসরাফিলের শিংগায় ফুৎকার

ইসরাফিল (আ) শিংগায় ফুঁ দেয়ার আগেই, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সকল নিদর্শন প্রকাশ পাবে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : দশটি নিদর্শন প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। ১. ধূঁয়া প্রকাশ পাওয়া, ২. দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া, ৩. দাব্বাতুল আরদ বা জমিনে বিশেষ প্রাণী বের হওয়া, ৪. পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় হওয়া, ৫. ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব

freepdfboi.com

freepdfboi.com

freepdfboi.com

বুঝানো হয়েছে। ঐ পাথরের উপর বসে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা) আকাশে ভ্রমণ শুরু করেছেন, সেই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ইসরাফিল (আ) শিংগায় ফুঁ দেবেন। ঐ স্থানটি পৃথিবীর মধ্যস্থল। চতুর্দিক থেকে এর দূরত্ব সমান।

সূরা আল কামারের ৬-৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন :

يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ - خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ - (القمر : ٨-٦)

অর্থ : "যেদিন আহ্বানকারী এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে আহ্বান জানাবে, তারা তখন অবনমিত হয়ে কবর থেকে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো বের হতে থাকবে।" (কামার : ৬-৮)

এরপর সকল মানুষ হাশরের ময়দানের দিকে উলঙ্গ ও খালি পায়ে যেতে থাকবে। রাসূলের মুখে এ কথা শুনে মা আয়েশা (রা) রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন, তখন নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাবে না? রাসূল (সা) বললেন, হে আয়েশা! ঐ দিন এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা অপেক্ষা আরো মারাত্মক সময় অতিবাহিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

freepdfboi.com

অপরদিকে কাফির, মুনাফিক এবং মুশরিকরা কিভাবে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে এ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কাফির- বেঈমানরা মাথার উপরে ভর করে কিভাবে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে? রাসূল (সা) বলেন : যে আল্লাহ মানুষকে দুনিয়াতে দু'পায়ের উপর ভর করে চলার শক্তি দিয়েছেন, তিনিই কাফিরদেরকে মুখের উপর ভর করে পা উপরের দিকে দিয়ে চলার শক্তি দেবেন। কাফিররা অন্ধ, বোবা, বধির এবং মাথার উপর ভর করে কেয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে। সূরা বনি ইসরাইলের ৯৭নং আয়াতে এ তথ্যটি আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে সূরা ত্বা-হা-র ১০২নং আয়াতে অপরাধীদের নীল চোখ হবে বলে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। এই অবস্থা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

কেয়ামতের ময়দান

কেয়ামতের ময়দানে সকল মানুষ একত্রিত হবে। দুনিয়াতে যার যেমন হাত পা, চেহারা ছিলো অনুরূপ অবয়বে সেখানে হাজির হবে। এমনকি হাতের

freepdfboi.com

freepdfboi.com

freepdfboi.com

সহজ হিসাব কি? রাসূল (সা) বলেন : জান্নাতী বান্দার পূর্ণাঙ্গ হিসাব না নিয়ে শুধুমাত্র সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে উপস্থিত হওয়াই সহজ হিসাব (বুখারী)। তাই দোয়ার মধ্যে সহজ হিসাবের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা দরকার। তবেই তিনি আমাদের দোয়া কবুল করবেন।

আমলনামা

কেয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে দুনিয়ার জীবনের কার্যাবলী সম্বলিত 'আমলনামা' প্রদান করা হবে। কোনো কাজ বাদ দেয়া হচ্ছে না, সকল কিছু ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করছে। কেয়ামতের দিন অপরাধীরা আমলনামা দেখে ভয় পেয়ে যাবে। তখন তারা বলবে :

يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ـ (الكهف : ٤٩)

অর্থ : "হায়! আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট বড় কোনো কিছুই বাদ দেয়নি– সবকিছু এতে রয়েছে।" (সূরা কাহাফ-৪৯)

freepdfboi.com

জান্নাতীদের আমলনামা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা ইনশিকাকের ৭-৮নং আয়াতে বলেন :

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ـ (انشقاق : ٧-٨)

অর্থ : "যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব- নিকাশ সহজ হবে।" অনুরূপ, সূরা হাক্কার ১৯নং আয়াতেও জান্নাতবাসীদের আমলনামার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ـ (الحاقة : ١٩)

অর্থ : "যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে পাশের লোককে বলবে, নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখো।" তাকে বলা হবে : فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ অর্থ : সুউচ্চ জান্নাতে অবস্থান করো। (ইনশিকাক-২২)

অপরদিকে জাহান্নামীদের আমলনামা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ

freepdfboi.com

يٰلَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتٰبِيَهْ ـ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ـ (الحاقة : ٢٦-٢٥)

অর্থ : "যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমাকে যদি আমলনামা দেয়া না হতো, আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম।" (সূরা আল হাক্কাহ : ২৫-২৬)

অন্য আয়াতে আরো বলা হয়েছে :

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ـ فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُوْرَ ـ وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ـ (الانشقاق : ١٢-١٠)

অর্থ : "আর যাকে আমলনামা পিঠের পেছন থেকে দেয়া হবে, সে মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (ইনশিকাক : ১০-১২)

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ভাল ও মন্দ আমল মাপার জন্য দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবেন। এর ফলে নেককার ও বদকার চিহ্নিত হবে।

দাঁড়িপাল্লা

পৃথিবীর সকল মানুষের ভাল ও মন্দ আমলগুলো ওজন করা হবে। যার ভাল আমলের ওজন ভারী হবে

freepdfboi.com

সেই সফলকাম হবে। আর যার ভাল আমলের ওজন হাল্কা হবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমল ওজন করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আরাফের ৮-৯নং আয়াতে বলেন :

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ ـ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ ـ (الاعراف : ٩-٨)

অর্থ : "আর সেদিন যা সত্য তারই ওজন হবে। যাদের পাল্লা ওজনে ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। যাদের পাল্লা ওজনে হালকা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে।"

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ কারো উপর জুলুম করেন না। যারা দুনিয়ায় ভাল আমল করবে তারা প্রতিদান পাবে। আর কাফিররা ভাল কাজের প্রতিদান পাবে না।

যে সমস্ত লোক আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করেছে আল্লাহ তাদের সকল ভাল আমলগুলো ধুলিসাৎ করে দেবেন। আল্লাহ বলেন :

freepdfboi.com

وَقَدِمْنَآ إِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ـ (الفرقان : ٢٣)

অর্থ : "আমি তাদের কৃতকর্মের দিকে মনোনিবেশ করবো, (শিরক মিশ্রিত থাকায়) সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণা রূপ করে দেবো।" (সূরা আল ফুরকান-২৩)

আবার কিছু মানুষ এমন দেখা যায়, তারা নিজের কাছে যা ভাল মনে হয়, তা আমল করে। ঐ সমস্ত আমলের বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের কোনো অনুমোদন ছিলো না। তাদের কাজগুলোর কোনো ওজন করা হবে না। এ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন : কেয়ামতের দিন একজন লোক বিরাট আমল নিয়ে হাজির হবে। তার আমলগুলো আল্লাহর কাছে মাছির ন্যায় মনে হবে। তখন রাসূল (সা) সূরা আল কাহাফের ১০৫নং আয়াতটি পাঠ করলেন। তা হচ্ছে :

فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ـ (الكهف : ١٠٥)

অর্থ : "কেয়ামতের দিন তাদের আমলগুলো ওজন করা হবে না।"

freepdfboi.com

ঐ আমল বা কাজগুলোকে 'বিদয়াত' বলা হয়। আর বিদয়াত বলা হয় এমন কাজকে যে কাজের বিষয়ে শরিয়তে কোনো দলীল বা প্রমাণ নেই। আমল কবুল বা ওজন তখনই হবে যদি আমলটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী পালন করা হয়। নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী আমল করলে 'বিদয়াত' হবে। আর বিদয়াত পালনকারীর স্থান হচ্ছে 'জাহান্নাম'। যা রাসূল (সা) হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

পুলসিরাত

ঈমানদার, কাফির, মুনাফিকসহ প্রত্যেক মানুষকে পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ পুল বা সাঁকোটি জাহান্নামের উপর স্থাপন করেছেন। এর মাধ্যমে কে সত্যিকার মুমিন এবং কাফির তা নির্ধারিত হবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) বলেছেন পুলসিরাতের রাস্তাটি খুবই সূক্ষ্ম, এটি তলোয়ারের চেয়ে অধিক ধারালো। কাফির, মুশরিক, মুনাফিকরা ঐ রাস্তা অতিক্রম করতে গিয়ে জাহান্নামে পড়ে যাবে। আর ঈমানদারগণ বিদ্যুৎ, বাতাস, পাখি, ঘোড়ার গতিতে পার হয়ে যাবে। আল্লাহর নবীরা

freepdfboi.com

পর্যন্ত তখন বলতে থাকবে, হে আল্লাহ আমাকে নিরাপদে পার হওয়ার তৌফিক দাও। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা মরিয়মের ৭১নং আয়াতে বলেন :

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا - (مريم : ٧١)

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে এ স্থানে পৌছবে না। এটি আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা।"

পরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا - (مريم : ٧٢)

অর্থ : "আমি তাকওয়াবানদেরকে বাঁচাবো এবং জালেমদেরকে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেবো।" (মরিয়ম-৭২)

অর্থাৎ জালেমরা জাহান্নামে পড়ে যাবে।

পুলসিরাতের উপর পাড়ি দিতে গিয়ে মোমেন নারী, পুরুষের কি অবস্থা হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা হাদীদের ১২নং আয়াতে বলেন :

freepdfboi.com

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ - خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. (الحديد : ١٢)

অর্থ : "সেদিন আপনি দেখবেন (পুলসিরাত অতিক্রমকালে) ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের সম্মুখভাগ ও ডান পার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে, বলা হবে : আজ তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটিই মহাসাফল্য।"

পুলসিরাতে, মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে পরের আয়াতে আল্লাহ বলেন :

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقَاتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا - فَضُرِبَ

freepdfboi.com

بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ـ (الحديد : ١٣)

অর্থ : "সেদিন কপট বিশ্বাসী মুনাফিক পুরুষ ও মহিলারা মুমিনদেরকে বলবে– তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করো। তোমাদের থেকে আমরাও কিছু আলো নেবো। বলা হবে, তোমরা পেছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান করো। এরপর উভয় দলের মাঝখানে একটি প্রাচীর খাড়া হবে, যার একটি দরজা হবে। এর অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব।" (সূরা হাদীদ-১৩)

এরপর মুনাফিকরা, ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে পুনরায় বলবে :

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ ـ (الحديد : ١٤)

অর্থ : আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে

freepdfboi.com

বিপদগ্রস্ত করেছো। তোমরা প্রতীক্ষা ও সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আশার পেছনে পড়েছিল। (সূরা হাদীদ-১৪)

শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র অবাধ্য ব্যক্তিরা পুলসিরাতের পথ পাড়ি দিতে পারবে না। জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর ঈমানদারগণ পুলসিরাতের পথ অতিক্রম করে চলে যাবে।

জাহান্নাম

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জাহান্নামকে نار বা আগুন বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথের বিপরীতে জীবন যাপন করবে, তাদের জন্য আল্লাহ আগুনের শাস্তি বানিয়ে রেখেছেন। পুলসিরাতের পথ অতিক্রম করার সময় কাফির, মুশরিক, মুনাফিকসহ অন্যান্য অপরাধীরা জাহান্নামে পড়ে যাবে। অপরাধীদেরকে পেয়ে জাহান্নাম ক্রোধে ফেটে পড়বে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ـ (الملك : ٨)

freepdfboi.com

অর্থ : "জাহান্নাম যেন ক্রোধে ফেটে পড়বে।" (সূরা মুল্‌ক-৮)

অর্থাৎ শত্রুকে কাছে পেয়ে যা করার, তা করতে চাইবে জাহান্নাম। সূরা গাশিয়ার ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে : তারা জ্বলন্ত আগুনে পড়ে যাবে।

আলকাতরা এবং আগুনের পোশাক

জাহান্নামের রক্ষীরা অপরাধীদের গায়ে দু'ধরনের পোশাক পরিয়ে দেবেন। একটি হচ্ছে আলকাতরা দিয়ে বানানো পোশাক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা ইব্রাহীমের ৫০নং আয়াতে বলেন :

سَرَابِيْلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ـ (ابراهيم : ٥٠)

অর্থ : "তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডল আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে।"

সূরা হজ্জের ১৯নং আয়াতে, কাফির বা অস্বীকারকারীদের জন্য আগুনের পোশাকের কথা জানা যায়। আল্লাহ বলেন :

freepdfboi.com

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَّارٍ ـ (الحج : ١٩)

অর্থ : "যারা কাফির তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে।"

অর্থাৎ, আলকাতরার পোশাক ও আগুনের পোশাক উভয়টি শরীরের সাথে যুক্ত করে জাহান্নামের রক্ষীরা আসল শাস্তির জায়গায় নিক্ষেপ করবে। জাহান্নামে নিক্ষেপের আগে অপরাধীরা জাহান্নামের গর্জন, হুঙ্কার শুনতে পাবে। সূরা ফুরকানের ১২নং আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে।

সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ

জাহান্নামে নিক্ষেপের আগে অপরাধীদেরকে শিকলে বাঁধা হবে। যাতে অন্যদিকে দৌড়াদৌড়ি করতে না পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল ফুরকানের ১৩নং আয়াতে বলেন :

وَإِذَآ أُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ـ (الفرقان : ١٣)

freepdfboi.com

অর্থ : "যখন শিকলে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা মৃত্যুকে ডাকবে।"

সূরা আল হাক্কায় জাহান্নামীদেরকে শিকলে বাঁধা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ـ (الحاقة : ٣٢)

অর্থ : "জাহান্নামীকে সত্তর গজ দীর্ঘ শিকলে আবদ্ধ করো।" (আল হাক্কাহ-৩২)

নতুন চামড়া বানানো হবে

আলকাতরা ও আগুনের পোশাক পরিহিত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর আগুনে তাদের শরীরের চামড়া, হাড় জ্বালিয়ে দেবে। আল্লাহর নির্দেশে পুনরায় শরীরে নতুন চামড়া তৈরি হবে। আবার শাস্তি শুরু হবে। এভাবে তাদের শাস্তি চলতে থাকবে। এ সম্পর্কে সূরা নিসার-৫৬নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

freepdfboi.com

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ـ (النساء : ٥٦)

অর্থ : "তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি অন্য চামড়া দিয়ে পালটে দেবো, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে পারে।"

পানির জন্য আর্তনাদ

জাহান্নামের আগুনে তাদের চেহারা বিভৎস এবং শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। এ অবস্থায়ও তাদের মৃত্যু হবে না। সূরা আল আলা ১৩নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

لَايَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ـ (الاعلى : ١٣)

অর্থ : "জাহান্নামের আগুনে অপরাধীরা মরবেও না, জীবিতও থাকবে না।"

এরপর জাহান্নামীরা পানির জন্য চিৎকার করতে থাকবে। তখন তাদেরকে ঠাণ্ডা পানির পরিবর্তে গরম পানি পান করতে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল গাশিয়ার ৫নং আয়াতে বলেন :

freepdfboi.com

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ـ (الغاشية : ٥)

অর্থ : গরম পানির ঝর্না থেকে পানি দেয়া হবে, যাতে তারা পানি পান করতে পারে। (গাশিয়া : ৫)

সূরা মুহাম্মদের ১৫নং আয়াতে গরম পানি পান করার পর একটি বিপদজনক অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ـ

(محمد : ١٥)

অর্থ : "(পিপাসা নিবারণের জন্য) তাদেরকে ফুটন্ত গরম পানি দেয়া হবে। এর ফলে তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।"

পিপাসার সময় ঠাণ্ডা পানি পেলে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির হৃদয় তৃপ্তিতে ভরে উঠে। কিন্তু জাহান্নামীদেরকে ঠাণ্ডা পানি না দিয়ে গরম পানি এবং পুঁজ পান করতে দেয়া হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَاشَرَابًا ـ اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ـ (النبا : ٢٥-٢٤)

freepdfboi.com

অর্থ : "তারা কোনো শীতল এবং পানীয় আস্বাদন করবে না, কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ দেয়া হবে।" (সূরা নাবা : ২৪-২৫)

মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালা হবে

জাহান্নামীদের ইচ্ছার বিপরীত গরম পানি পুঁজ পান করবে। ফলে তাদের নাড়িভুড়ি পেছন থেকে বের হয়ে পড়বে। এ অবস্থায় নির্দেশ আসবে, তাদের মাথায় গরম পানি ঢেলে দাও, এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আদ দুখানের ৪৮নং আয়াতে বলেন :

ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ـ

(الدخان : ٤٨)

অর্থ : "এরপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও।" সূরা আল হজ্জের ১৯নং আয়াতে বলা হয়েছে। তাদের মাথায় গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে। পেট ও চামড়ার সকল কিছু গলে বের হয়ে যাবে।

freepdfboi.com

জাহান্নামীরা খানা চাইবে

জাহান্নামের এত শাস্তি ভোগের ভেতরেও জাহান্নামবাসীরা খানা চাইবে, যাতে তারা ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে। সূরা আল গাশিয়ার ৬ ও ৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ ـ لاَّيُسْمِنُ وَلاَيُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ـ (الغاشية : ٧-٦)

অর্থ : "কণ্টকপূর্ণ ঘাস ছাড়া তাদের জন্য কোনো খাদ্য নেই। এটি তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধায়ও উপকার করবে না।"

অর্থাৎ দরী' এমন এক প্রকার ঘাস, যা দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত। এই কাঁটাযুক্ত ঘাস খেতে গিয়ে তারা আরো সমস্যায় পড়বে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তাদেরকে যাক্কুম বৃক্ষ খানা হিসেবে দেয়া হবে। এ সম্পর্কে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা সূরা আদ দুখানের ৪৩-৪৬নং আয়াতে বলেন :

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ـ طَعَامُ الْأَثِيْمِ كَالْمُهْلِ ـ

freepdfboi.com

يَغْلِيْ فِى الْبُطُوْنِ ـ كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ ـ

(الدخان : ٤٩-٤٣)

অর্থ : "নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ পাপীর খাদ্য হবে। গলিত তামার মতো পেটে ফুটতে থাকবে, যেমন ফুটে পানি।"

যাক্কুম বৃক্ষটি জাহান্নামের মূল থেকে উদগত হবে। এটি খুবই দুর্গন্ধ, এর ফুলও জাহান্নামীদের খাদ্য হবে। আগুনের ভেতরে আল্লাহ তা'আলা যাক্কুম গাছ বানাবেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা আস ছাফফাতের ৬৪-৬৫নং আয়াতে বলেন :

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ أَصْلِ الْجَحِيْمِ ـ
طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوْسُ الشَّيٰطِيْنَ ـ

(الصفت : ٦٥-٦٤)

অর্থ : "এটি যাক্কুম বৃক্ষ, যা উদগত হয় জাহান্নামের মূলে। এর গুচ্ছ শয়তানের মস্তকের মতো।"

freepdfboi.com

freepdfboi.com

freepdfboi.com

يَخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ - (الحج : ٢٢-٢١)

অর্থ : "জাহান্নামীদের জন্য রয়েছে লোহার হাতুড়ি। তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে (হাতুড়ির আঘাতের দ্বারা) জাহান্নামে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে দহন শাস্তি ভোগ করো।"

জাহান্নামীদের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না

জাহান্নামবাসীরা শাস্তি কমানোর বিষয়ে যে চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছে, সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, এবার তারা সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলতে চাইবে। তাদের যেন পুনরায় দুনিয়ায় ফেরৎ পাঠানো হয় তারা ভাল আমল করে আসবে। এ সম্পর্কে সূরা মুমিনূনের ১০৭ ও ১০৮নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظٰلِمُوْنَ. قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَاتُكَلِّمُوْنِ - (المومنون : ١٠٨-١٠٧)

freepdfboi.com

অর্থ : "হে আমাদের পালনকর্তা! জাহান্নাম থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো, আমরা যদি পুনরায় খারাপ কাজ করি, তাহলে আমরা জালেম হবো। আল্লাহ বলবেন : তোমরা ধিকৃত অবস্থায় জাহান্নামে পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কোনো কথা বলো না।"

শয়তানকে দোষারোপ

অপরাধীরা শয়তানকে জাহান্নামে পেয়ে যাবে। তারা বলবে তোমার কথা মতো কাজ করার পর আমাদেরকে জাহান্নামে আসতে হয়েছে। তখন শয়তান পূর্বের সকল ওয়াদা মিথ্যা ছিলো বলে জানিয়ে দেবে। আর আল্লাহর ওয়াদাই সত্য ছিলো। শয়তান বলবে :

فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ـ

(ابراهيم : ٢٢)

অর্থ : "তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না, বরং তোমরা নিজেদেরকে ভর্ৎসনা করো।" (সূরা ইব্রাহীম-২২)

freepdfboi.com

freepdfboi.com

freepdfboi.com

না। তাদের এই অনুশোচনা তখন কোনো কাজে আসবে না। তাই দুনিয়ায় থাকাবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলের পথ অনুযায়ী জীবন গঠন করি, তবেই জাহান্নামের মারাত্মক শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবো।

জাহান্নামের ৭টি দরজা

দুনিয়ার বুকে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর আনুগত্য করেনি, শয়তান ও পথভ্রষ্ট নেতাদের অনুসরণ করেছে, ঐ সমস্ত লোকদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জাহান্নামের ৭টি প্রবেশ পথ প্রস্তুত করে শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। অনেক মানুষের ধারণা জাহান্নাম সাতটি। এই ধারণাটি সঠিক নয়। জাহান্নাম মাত্র একটি। জাহান্নামের দরজা হবে সাতটি। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শয়তান ও শয়তানের অনুসারীদেরকে লক্ষ্য করে সূরা আল হিজরের ৪৩-৪৪নং আয়াতে বলেন :

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ - لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ -

(الحجر : ٤٤-٤٣)

freepdfboi.com

অর্থ : "তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্য এক একটি পৃথক দল নির্ধারিত রয়েছে।"

তাফসীরে ফতহুল কাদির গ্রন্থে জাহান্নামের ৭টি স্তর ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জাহান্নামীদের মধ্যে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী রয়েছে। এখন ঐ স্তর বা দরজাগুলো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি।

*** প্রথম স্তর 'জাহান্নাম'** : এই স্তরে প্রথম শ্রেণীর জাহান্নামীরা অবস্থান করবে। যারা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী, কিন্তু অন্যান্য অপরাধের কারণে অপরাধী তারা এতে প্রবেশ করবে। নির্দিষ্ট সময় শাস্তি ভোগ করার পর রাসূল (সা)-এর সুপারিশে তারা জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য হবে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ـ لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا ـ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ـ (النبا : ٢٢-٢١)

অর্থ : "নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতিক্ষায় থাকবে। সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থল। তারা সেখানে

freepdfboi.com

শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে।" (সূরা নাবা: ২৩-২৪)

সূরা ইব্রাহীমের ২৯নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ - (ابراهيم : ٢٩)

অর্থ : "তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, এটি কতই না নিকৃষ্ট স্থান।"

* **দ্বিতীয় স্তর 'লাজা'** : লাজা হচ্ছে জাহান্নামের অন্য আরেকটি স্তরের নাম। লাজা শব্দের অর্থ এমন আগুন, যার মধ্যে অগ্নিশিখা থাকবে। সূরা মায়ারেজে আল্লাহ বলেন :

كَلاَّ إِنَّهَا لَظٰى - نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى - (المعارج : ١٥-١٦)

অর্থ : "কখনই নয়, নিশ্চয় এটি লেলিহান আগুন, যা শরীরের চামড়া খুলে ফেলবে।" (আল মায়ারেজ : ১৫, ১৬),

এই দরজা দিয়ে আল্লাহ অভিশপ্ত 'ইয়াহুদীদের'কে প্রবেশ করাবেন।

freepdfboi.com

* তৃতীয় স্তরের নাম 'হুতামা' : হুতামা শব্দের অর্থ চূর্ণ-বিচূর্ণকারী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ـ (الهمزة : ٤)

অর্থ : "অবশ্যই তারা চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থান– হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে।" (সূরা হুমাযাহ-৪)

হুতামা নামক জাহান্নামে পথভ্রষ্ট খৃষ্টান সম্প্রদায় প্রবেশ করবে।

* চতুর্থ স্তরের নাম 'সায়ির' : সায়ির শব্দের অর্থ জ্বলন্ত আগুন। আমাদের মনিব আল্লাহ তা'আলা সূরা আশ শূরার ৭নং আয়াতে বলেন :

فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ـ (الشورى : ٧)

অর্থ : "একদল লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর একদল লোক 'সায়ির' নামক স্তরে প্রবেশ করবে।" সাবেয়ী সম্প্রদায় এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। সাবেয়ী ঐ সম্প্রদায়কে বলে, যারা প্রথমে সত্য দ্বীনের অনুসারী ছিলো। পরে তারা ফেরেশতা ও তারার পূজা করে। তারা কোনো ধর্মের অনুসরণ করে না। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ৬২নং আয়াতে 'সাবেয়ী' সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

freepdfboi.com

*** পঞ্চম স্তরের নাম 'সাকার'** : সাকার শব্দের অর্থ আগুনের প্রচণ্ড তাপ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা মুদ্দাসসিরের ২৭নং আয়াতে বলেন :

سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ ـ وَمَآ أَدْرٰكَ مَا سَقَرُ ـ لَاتُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ـ (المدثر : ٢٧)

অর্থ : "আমি তাকে প্রবেশ করাবো প্রচণ্ড তাপ বিশিষ্ট 'সাকারে' তাকে অক্ষত রাখবো না এবং ছাড়বো না।" এই স্তরে মজুসী সম্প্রদায় প্রবেশ করবে। মজুসী সম্প্রদায়ের লোকেরা আগুনের ইবাদত করে। তাই তারা সাকার দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।

*** ৬ষ্ঠ স্তরের নাম 'জাহিম'** : জাহিম শব্দের অর্থ প্রচণ্ড আগুন। আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নাযিয়াতের ৩৬নং আয়াতে বলেন :

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَرٰى ـ (النزعات : ٣٦)

অর্থ : "দর্শকদের জন্য প্রচণ্ড আগুন 'জাহিম' প্রকাশ করা হবে।" জাহিম নামক স্তর দিয়ে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনকারী 'মুশরিকগণ' প্রবেশ করবে।

*** সপ্তম স্তরের নাম 'হাবিয়া'** : হাবিয়া শব্দের অর্থ 'গর্ত'। আল্লাহ রাব্বুল জালাল সূরা আল কারিয়াতের ৯নং আয়াতে বলেন :

freepdfboi.com

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ـ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا هِيَهْ ـ نَارٌ حَامِيَةٌ ـ (القارعة : ٩)

অর্থ : "যার আমলের পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা 'হাবিয়া' নামক গহ্বরে। আপনি কি জানেন হাবিয়া কি? এটি হচ্ছে প্রজ্জ্বলিত আগুন।" হাবিয়া নামক দরজাটি জাহান্নামের সর্বশেষ স্তর। এই স্তরে মুনাফিক লোকেরা প্রবেশ করবে। মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ـ (النساء : ١٤٥)

অর্থ : "মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিকৃষ্ট নিচের স্তরে অবস্থান করবে।" (আন নিসা-১৪৫)

এ ছাড়া সুদখোর, যিনাকারী, মদপানকারী, সম্পদ আত্মসাতকারী, চোর, ডাকাতসহ যতো অপরাধী রয়েছে, তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ যে স্তরে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত দেবেন তাদেরকে সেখানে ঢুকানো হবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ (আল্লাহই অধিক জ্ঞাত)

freepdfboi.com

জান্নাত

জাহান্নামের বিপরীত হচ্ছে জান্নাত। জান্নাত শব্দের অর্থ– এমন বাগান যেখানে খেজুর এবং বিভিন্ন রকমের গাছ-গাছড়া রয়েছে। (লিসানুল আরব)

দুনিয়ার বুকে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করেছে, তারাই জান্নাতের বিভিন্ন নেয়ামত, আনন্দ-ফূর্তি, উন্নতমানের পোশাক, আহার এবং পূত-পবিত্র স্ত্রী পাবেন। তারা এমন সব বস্তু পাবেন, যা কখনো চোখে দেখেনি, কানে শুনেনি এবং মনে কখনো কল্পনাও করেনি। সূরা আস সাজদার ১৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ (السجدة : ١٧)

অর্থ : "কেউ জানে না তার কৃতকর্মের জন্য কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত আছে।"

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে : আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহ বলেন– আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব নেয়ামত রেখে দিয়েছি, যা তারা চোখে দেখেনি, কানে শুনেনি, মনে

freepdfboi.com

কখনো কল্পনাও করেনি। এরপর রাসূল (সা) সূরা সাজদার ১৭নং আয়াতটি পাঠ করেন।

বেহেশতের ভিসা

পৃথিবীর যে কোনো দেশে আপনি যেতে চান, ঐ দেশের দূতাবাস থেকে ভিসা বা অনুমতি পত্র নিতে হয়। তদ্রূপ, পরকালে যারা আল্লাহর জান্নাতে ঢুকতে পারবে, তাদের ভিসা বা অনুমতি পত্র আগে থেকেই প্রস্তুত থাকবে। মুনকার-নকিরের প্রশ্নোত্তরের পর নেককার বান্দাদের কবরের সাথে জান্নাতের একটি সংযোগ তৈরি হবে। কেয়ামতের ময়দানে বিচারের পর আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হবে। তাতে বেহেশতীর নাম, পিতার নামসহ সকল কিছু লিপিবদ্ধ থাকবে। ইমাম আহমদ তাঁর হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না তবে, তার পাসপোর্ট থাকতে হবে। যাতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম' লেখা সম্বলিত ভিসা থাকবে। এই পাসপোর্টটি অমুকের পুত্র অমুকের জন্য। তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে প্রবেশ করাও, তাঁর জন্য ফল-ফলাদির গাছগুলো তাদের কাছেই থাকবে।

freepdfboi.com

জান্নাতীদের স্বাগতম

বেহেশতের ভিসা বা অনুমতি পত্র হাতে পেয়ে জান্নাতীরা বেহেশতের দিকে রওয়ানা হবেন। আল্লাহর ফেরেশতারা জান্নাতীদেরকে অভিনন্দন জানাতে থাকবে। সূরা আল ফুরকানের ৭৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ـ (الفرقان : ٧٥)

অর্থ : "জান্নাতীদেরকে অভ্যর্থনাসহকারে সালাম জানাবে।" সূরা আর রায়াদের ২৩ ও ২৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

...وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ـ
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.
(الرعد : ٢٤-٢٣)

অর্থ : "জান্নাতের সকল দরজা দিয়ে ফেরেশতারা প্রবেশ করে বলবে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যে ধৈর্যধারণ করেছো তোমাদের শেষ পরিণতি কতোই না চমৎকার। সূরা আয-যুমারের ৭৩নং আয়াতে জান্নাতীদের স্বাগত জানানোর কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন :

freepdfboi.com

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ ـ (الزمر : ٧٣)

অর্থ : "জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে বলবে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা সুখে থাকো, চিরকাল বসবাসের জন্য জান্নাতে বসবাস করো।"

বেহেশতের পোশাক

বেহেশতে প্রবেশ করার পর আল্লাহর ফেরেশতারা জান্নাতীদেরকে বেহেশতের পোশাক পরতে দেবেন। পোশাক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা আদ দাহারের ২১নং আয়াতে বলেন :

عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ ـ (الدهر : ٢١)

অর্থ : "তাদের পোশাক হবে সবুজ পাতলা রেশমের।" পোশাক সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আল হজ্জের ২৩নং আয়াতে বলেন :

وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ـ (الحج : ٢٣)

অর্থ : "জান্নাতীদের পোশাক হবে সিল্কের।" অর্থাৎ, সবুজ রঙের চিকন সিল্কের পোশাক হবে জান্নাতে বসবাসকারী আল্লাহর বান্দা-বান্দীদের।

freepdfboi.com

জান্নাতীদের বসার স্থান

সবুজ পোশাক পরিহিত অবস্থায় ফেরেশতারা জান্নাতীদেরকে স্বর্ণ নির্মিত আসনে বসার আহ্বান জানাবে। সূরা আল ওয়াকিয়ার ১৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

عَلٰى سُرُوْرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ـ (الواقعة : ١٥)

অর্থ : "স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে জান্নাতীরা বসবে।" সূরা আদ দাহারের ১৩নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ لَايَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ـ (الدهر : ١٣)

অর্থ : "জান্নাতীরা সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রোদ ও ঠাণ্ডা অনুভব হবে না।" সূরা আর রাহমানের ৫৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ. (الرحمن : ٥٤)

অর্থ : "জান্নাতীরা সিল্কের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।"

freepdfboi.com

পবিত্র পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন

জান্নাতবাসীরা উৎকৃষ্ট আসনে বসার পর চির কিশোরগণ তাদের সামনে পান পাত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করবে। তাদেরকে কাফুর মিশ্রিত শরবত পান করতে দেয়া হবে। সূরা আদ দাহারের ৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ـ (الدهر : ٥)

অর্থ : "সৎকর্মশীলগণ কাফুর মিশ্রিত পান পাত্রে পান করবে", অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাফুর বলে "জান্নাতের ঝর্নার কথা পরের আয়াতে তুলে ধরেছেন" এই ঝর্ণা থেকে পবিত্র পানীয় দেয়া হবে। সূরা আদ দাহারের ১৭নং আয়াতে 'সালসাবিল' শরবতের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلاً ـ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلاً ـ (الدهر : ١٧)

অর্থ : "জান্নাতীদেরকে আদা মিশ্রিত পান পাত্রে পান

freepdfboi.com

করানো হবে। জান্নাতে ঐ ঝর্ণার নাম হচ্ছে 'সালসাবিল'।" সূরা মুহাম্মদের ১৫নং আয়াতে ৪টি ঝর্ণার কথা বলা হয়েছে : ১. নির্মল পানির ঝর্ণা, ২. দুধের ঝর্ণা, ৩. নেশামুক্ত শরাবের ঝর্ণা, ৪. খাঁটি মধুর ঝর্ণা।

খাবারের প্লেট স্বর্ণ ও রৌপ্যের হবে

শরবত পান করার পর জান্নাতীদেরকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্লেট পরিবেশন করা হবে। সূরা আয যুখরুফের ৭১নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّأَكْوَابٍ.
(الزخرف : ٧١)

অর্থ : "তাদের সামনে স্বর্ণের প্লেট ও গ্লাস পরিবেশন করা হবে।" সূরা আদ দাহারের ১৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّأَكْوَابٍ
كَانَتْ قَوَارِيْرَا ـ (الدهر : ١٥)

অর্থ : "তাদের সামনে রূপার পাত্র এবং স্ফটিকের পাত্র দেয়া হবে।"

freepdfboi.com

জান্নাতীদের ভোজন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে পাখির গোশ্‌ত ও অন্যান্য গোশ্‌ত দিয়ে আপ্যায়ন করাবেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আল ওয়াকিয়ার ২১নং ও সূরা আত-তূরের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ তুলে ধরেছেন :

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ. (الواقعة : ٢١)

অর্থ : "জান্নাতীদেরকে রুচিসম্মত পাখির গোস্ত পরিবেশন করা হবে।"

একজন প্রসিদ্ধ ইহুদী আলেম রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করেন, আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের মধ্যে জান্নাতীদেরকে সর্বপ্রথম কোন খাদ্য আহার হিসেবে দেবেন? রাসূল (সা) বলেন : মাছের কলিজা দিয়ে বেহেশতবাসীদেরকে প্রথম খাবার খাওয়াবেন।

অর্থাৎ, একদিকে পাখির গোশ্‌ত, অন্যদিকে মাছের কলিজা দিয়ে জান্নাতীদেরকে আপ্যায়ন করাবেন।

এছাড়া, মনে যা চাইবে তা তাদেরকে দেয়া হবে। সূরা আল হাক্কার ২৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا. (الحاقة : ٢٤)

অর্থাৎ, "তৃপ্তিসহকারে তোমরা খাও ও পান করো।"

freepdfboi.com

বিভিন্ন রকমের ফলফলাদি

সাধারণত মানুষ আহারের পর ফলফলাদি খেতে ভালবাসে। জান্নাতীরা যখনই মনে চাইবে তখনই তাদের সামনে ফলসমূহ পাবে। সূরা আল ওয়াকিয়ার ২০নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ. (الواقعة : ٢٠)

অর্থ : "তাদের পছন্দমত ফলফলাদি পাবে।" সূরা আল হাক্কার ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ. (الحاقة : ٢٣)

অর্থ : "ফলসমূহ অবনমিত থাকবে।" সূরা ওয়াকিয়াতে ৩২, ৩৩নং আয়াতে আল্লাহ অসংখ্য ফলের কথা উল্লেখ করেছেন :

وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ.

(الواقعة : ٣٢-٣٣)

অর্থ : "অসংখ্য ফলমূল যা কখনো শেষ হবে না এবং খাওয়াও নিষিদ্ধ নয়।"

freepdfboi.com

জান্নাতীদের বাসস্থান

জান্নাতীরা বহুতলা বিশিষ্ট উচ্চ ভবনে বসবাস করবে এবং তাদের বাসস্থানের নিচে নদী প্রবাহিত থাকবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আয যুমারের ২০নং আয়াতে বলেন :

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. (الزمر : ٢٠)

অর্থ : "যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করেছে, তাদের জন্য প্রাসাদের উপর প্রাসাদ বানানো হয়েছে। ঐ প্রাসাদগুলোর নিচে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে।" (সূরা আয যুমার : ২০)

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে জান্নাতের প্রাসাদগুলো কি দিয়ে তৈরি হয়েছে। রাসূল (সা) বলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং সুগন্ধিযুক্ত মাটি দ্বারা প্রাসাদের মধ্যে মোতি ও ইয়াকুত পাথর বসানো হয়েছে। বিল্ডিং-এ বালিগুলো হচ্ছে জাফরানের। (আহমদ-২/৩০৫, তিরমিযী-২/৩১১)

freepdfboi.com

জান্নাতীরা আল্লাহকে দেখতে পাবেন

আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা মতো জান্নাতীরা সকল নেয়ামত ভোগ করতে থাকবে। যিনি এ নেয়ামতের মালিক তাদেরকে বানিয়েছেন, সেই মহান রব 'আল্লাহ' সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে জান্নাতীরা সরাসরি দেখতে পাবেন। জান্নাতে যতো নেয়ামত দেয়া হবে এর মধ্যে আল্লাহর দিদার হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। আল্লাহ তা'আলাকে দেখা মাত্র তারা জান্নাতের সকল নেয়ামতের কথা ভুলে যাবে। সূরা আল কিয়ামা'র ২২ ও ২৩নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ - إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

(القيامة : ٢٣-٢٢)

অর্থ : "সেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা তাঁর প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" (সূরা কিয়ামাহ : ২২-২৩)

সূরা ক্বাফে আল্লাহ আরো বলেন :

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ. (ق : ٣٥)

অর্থ : "জান্নাতীরা সেখানে যা চাইবে তা পাবে এবং

freepdfboi.com

আমার কাছে রয়েছে আরো অধিক।" (সূরা ক্বাফ-৩৫)

সূরা ইউনুসের ২৬নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ.
(يونس : ٢٦)

অর্থ : "যারা সৎকর্মশীল, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ, আরো অধিক কল্যাণ রয়েছে।" সূরা ক্বাফে وَزِيَادَةٌ এবং সূরা ইউনুসের وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ শব্দের অর্থ সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে দেখার কথা উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহর দেখা সম্পর্কে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে রাসূল (সা) বলেছেন : জান্নাতীরা যখন জান্নাতে, প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমাদের আর কোনো জিনিস দরকার আছে কি? জান্নাতীরা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারাকে উজ্জ্বল করে দেননি? আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? অর্থাৎ, অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর এবং বান্দার মধ্য থেকে পর্দা সরিয়ে দেবেন। তখন তাঁরা

freepdfboi.com

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে দেখতে থাকবে। জান্নাতীরা যতো নেয়ামত পেয়েছে এর চেয়ে অধিক প্রিয় নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখা। (মুসলিম ১৮১নং হাদীস)

জান্নাতের দরজা আটটি

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে জান্নাতের দরজার সংখ্যা আটটি। চল্লিশ বছর দূর থেকে জান্নাতের দরজার আওয়াজ শোনা যাবে। অনেকে বলেন : বেহেশত আটটি, এটি সঠিক নয়। জান্নাত একটি, এর দরজা হচ্ছে আটটি, যা আমরা হাদীসের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। জান্নাতের স্তর বা দরজাগুলো এখন আলোচনা করছি।

*** প্রথম স্তর 'ফেরদাউস'** : সূরা কাহাফের ১০৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً. (الكهف : ١٠٧)

অর্থ : "নিশ্চয় যারা ঈমানদার এবং ভাল কাজ করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল

freepdfboi.com

ফেরদাউস।" ফেরদাউস শব্দের অর্থ সবুজ ঘেরা উদ্যান। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমরা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো, তখন জান্নাতুল ফেরদাউস প্রার্থনা করো। এটি জান্নাতের সর্বোৎকৃষ্ট স্তর। এর উপরে আল্লাহর আরশ এবং এখান থেকে জান্নাতের সকল নহরগুলো প্রবাহিত হয়েছে।

*** দ্বিতীয় স্তর 'দারুস সালাম' :** এর অর্থ হচ্ছে– শান্তি নিবাস। সূরা ইউনুসের ২৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا إِلٰى دَارِ السَّلَامِ. (يونس : ٢٥)

অর্থ : "আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তি নিবাসের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন।"

সূরা আন'আমের ১২৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ. (الأنعام : ١٢٧)

অর্থ : "জান্নাতীদের জন্য আল্লাহর কাছে শান্তি নিবাস রয়েছে।"

*** তৃতীয় স্তর হচ্ছে 'আল মা'ওয়া' :** এর অর্থ হচ্ছে- ঠিকানা। সূরা আন নজমের ১৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

freepdfboi.com

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى. (النجم : ١٥)

অর্থ : "সিদরাতুল মুন্তাহার কাছে বসবাসের ঠিকানা 'মা'ওয়া' রয়েছে।"

*** চতুর্থ স্তর হচ্ছে 'আল আ'দন' :** এর অর্থ হচ্ছে- শাশ্বত বাসস্থান। সূরা মরিয়মের ৬১নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِىْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ. (المريم : ٦١)

অর্থ : "তাদের স্থায়ী বসবাস হবে, যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন।"

*** পঞ্চম স্তর 'আন না'য়িম' :** এর অর্থ হচ্ছে- নেয়ামত পরিপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা সূরা লোকমানের ৮নং আয়াতে বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ. (لقمان : ٨)

অর্থ : "যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামত ভরা জান্নাত।"

*** ষষ্ঠ স্তর ''মাকামিন আমিন' :** এর অর্থ হচ্ছে-

freepdfboi.com

নিরাপদ স্থান। সূরা আদ দোখানের ৫১নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ. (الدخان : ٥١)

অর্থ : "নিশ্চয় মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে নিরাপদ স্থান।"

সপ্তম স্তর 'দারুল খুলদ' : এর অর্থ হচ্ছে- অনন্তকালের নীড়। সূরা ক্বাফ-এর ৩৪নং আয়াতে রাব্বুল আলামীন বলেন :

اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ. (ق : ٣٤)

অর্থ : "তোমরা শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করো, এটিই অনন্তকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন।" অর্থাৎ, এ জান্নাত থেকে কেউ বের হবে না।

*** অষ্টম স্তর 'দারুল মাকামাহ'** : এর অর্থ হচ্ছে- অবস্থান স্থল। সূরা আল ফাতিরের ৩৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

اَلَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لَايَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَايَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ. (فاطر : ٣٥)

অর্থ : "যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের

freepdfboi.com

স্থান দিয়েছেন, সেখায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না ক্লান্তি।"

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবার উপায়

১. আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনা, জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা সফ-এর ১০ ও ১১নং আয়াতে বলেন :

هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ.

(الصف : ١١-١٠)

অর্থ : "আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসার কথা বলে দিবো? যে ব্যবসার ফলে তোমরা জাহান্নামের মর্মান্তিক শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে। তা হচ্ছে- আল্লাহর উপর ঈমান আনা, রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করা।"

freepdfboi.com

২. আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন না করা। পবিত্র কুরআনের সূরা আল মায়েদার ৭২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوٰهُ النَّارُ. (المائدة : ٧٢)

অর্থ : "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করবে, তার জন্য জান্নাত হারাম এবং তার স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।"

৩. আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য না হওয়া, সীমালঙ্ঘন না করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আন নিসার ১৪নং আয়াতে বলেন :

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ. (النساء : ١٤)

অর্থ : "যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য এবং সীমালঙ্ঘন করে, তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।"

৪. কুরআন ও হাদীসের কথা শুনে বিবেক, বুদ্ধি দিয়ে

freepdfboi.com

আমল করা। পবিত্র কুরআনের সূরা আল মুলকের ১০নং আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ. (الملك : ١٠)

অর্থ : "জাহান্নামীরা বলবে, যদি আমরা শুনতাম, অথবা বিবেক বুদ্ধি খাটাতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামের অধিবাসী হতাম না।"

৫. চোগলখুরি এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া। রাসূল (সা) বলেছেন : চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং কাউকে কষ্ট দিলে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

মূল কথা হচ্ছে : আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের প্রদর্শিত পথে জীবন গঠন করলে আপনি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারবেন এবং জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য হবে। সেজন্য প্রয়োজন পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করা, হাদীসও অনুরূপ অধ্যয়ন করে তদানুযায়ী আমল করা। তবেই আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবো। এই বইটির আলোকে আমরা যেন আমল করে জান্নাতের বাসিন্দা হতে পারি– এই প্রার্থনা আল্লাহর কাছে কামনা করছি। আমীন।

freepdfboi.com

ISBN : 978-984-8808-00-9

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

freepdfboi.com